# গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য পাঠসামগ্রী নির্বাচন, ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত নীতিমালা - ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্টা |
|---|---|---|
| ১. | শিরোনাম | ১ |
| ২. | পটভূমি | ১ |
| ৩. | উদ্দেশ্য | ১ |
| ৪. | সংজ্ঞা | ১,২ |
| ৫. | দেশি ও বিদেশি পাঠসামগ্রী ক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি আহবান | ২ |
| ৬. | পাঠসামগ্রী নির্বাচন | ২, ৩ |
| ৭. | পাঠ সামগ্রী নির্বাচন কমিটি | ৩ |
| ৮. | কমিটির কার্যপরিধি | ৩ |
| ৯. | কমিটি পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিয়মাবলি | ৩,৪,৫ |
| ১০ | পাঠসামগ্রী সংগ্রহ ও মূল্য পরিশোধ | ৫ |
| ১১ | পাঠসামগ্রী সরবরাহ | ৫-৬ |
| ১২ | পাঠসামগ্রী বিতরণ | ৬ |

## ১। শিরোনামঃ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন সরকারি গণগ্রন্থাগারের জন্য পাঠসামগ্রী নির্বাচন, ক্রয় ও সংগ্রহ সংক্রান্ত নীতিমালা – ২০২২ নামে অবিহিত করা হয়েছে।

## ২। পটভূমিঃ

গণগ্রন্থাগার জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজ থেকে নিরক্ষরতা ও চিন্তার পশ্চাৎপদতা দূরীকরণ, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, স্বশিক্ষিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি, সামাজিক গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি, মূল্যবোধের বিকাশ, সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি কাজে গণগ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক সকল গ্রন্থাগারের জন্য নিয়মিতভাবে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে দেশি-বিদেশি পাঠসামগ্রী সংগ্রহ করা এবং পুস্তকসংগ্রহ নীতিমালার আলোকে অন্যান্যভাবে পাঠসামগ্রী সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এই নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।

## ৩। উদ্দেশ্য:

৩.১) দেশের সকল সরকারি গণগ্রন্থাগার সমূহের জন্য পাঠসামগ্রী নির্বাচন,ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ করা।

৩.২) সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার সহ বিভাগীয়,জেলা,উপজেলা ও শাখা সরকারি গণগ্রন্থাগার এর জন্য রাজস্ব খাতে দেশি-বিদেশি পাঠসামগ্রী সংগ্রহ করা।

৩.৩) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির অধীনে দেশি-বিদেশি পাঠসামগ্রী সংগ্রহ করা ।

৩.৪) গণগ্রন্থাগারসমূহে রাজস্ব অথবা প্রকল্প অথবা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ই-বুক, ই-জার্নাল, সাময়িকী ও অন্যান্য পাঠসামগ্রী সংগ্রহ করা ।

৩.৫) জাতীয় গ্রন্থাগার নীতির আলোকে অন্যান্যভাবে পাঠসামগ্রী সংগ্রহ করা।

৩.৬) সর্বস্তরে শিক্ষা কার্যক্রমকে পরিপূরক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন।

৩.৭) জনগণের জীবনব্যাপী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩.৮) শিশু কিশোরদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের মানসিক গঠন পরিধি সম্প্রসারনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন।

## ৪। সংজ্ঞা:

৪.১) "প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়" বলতে বুঝাবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪.২) "কর্তৃপক্ষ" বলতে বুঝাবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

৪.৩) "পাঠসামগ্রী" বলতে বুঝাবে বই বা পুস্তক বা ম্যাপ অথবা যে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সামগ্রী যা পাঠ করে জ্ঞানার্জন করা যায়।

৪.৪) "গণগ্রন্থাগার" বলতে বুঝাবে সর্বসাধারণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে সকলের জন্য উন্মুক্ত সরকারি গণগ্রন্থাগার।

৪.৫) "পাঠসামগ্রী নির্বাচন কমিটি" বলতে বুঝাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের রাজস্ব/প্রকল্প / উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পুস্তক, ই-বুক, ই-জার্নাল, সাময়িকী ও অন্যান্য পাঠসামগ্রী নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটি।

৪.৬) "পি পি আর ( PPR)"বলতে বুঝাবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ অর্থাৎ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা।

৪.৭) "ই-বুক" বলতে বুঝাবে ইলেকট্রনিক বুক।

৪.৮) "জার্নাল" বলতে বুঝাবে সর্বশেষ গবেষণামূলক তথ্য সম্বলিত প্রকাশনা।

৪.৯) "সাময়িকী" বলতে বুঝাবে দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাষিক/বার্ষিক ম্যাগাজিন,লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদি।

৪.১০) "প্রকাশক" বলতে বুঝাবে প্রকাশনাকারী প্রতিষ্ঠান।

৪.১১) "ব্যক্তিগত প্রকাশক" বলতে বুঝাবে যে লেখকের ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশিত পুস্তক।

৪.১২) "পরিবেশক" বলতে বুঝাবে পুস্তক বা অন্যান্য পাঠসামগ্রী পরিবেশনকারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ।

৪.১৩) "সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান" বলতে বুঝাবে সরকার শাসিত প্রতিষ্ঠান, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

৪.১৪) "ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্ট " বলতে বুঝাবে কোন প্রকাশনার একক মালিকানাধীন স্বত্ব অথবা মেধাস্বত্ব আইনের আওতায় ঘোষিত স্বত্ব অথবা মেধাস্বত্বের একক মালিকানা।

৪.১৫) "দেশি পুস্তক" বলতে বুঝাবে দেশে প্রকাশিত পুস্তক।

৪.১৬) "বিদেশি পুস্তক" বলতে বুঝাবে বিদেশে প্রকাশিত পুস্তক।

## ৫। দেশি ও বিদেশি পাঠসামগ্রী ক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি আহবানঃ

৫.১) প্রতি বছর যথাসময়ে দেশি ও বিদেশি পাঠসামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে তালিকা আহবান করে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বাংলাদেশের ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ।

৫.২) দেশি ও বিদেশি পাঠসামগ্রী ক্রয়ের জন্য অনলাইনে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির শর্তানুসারে তালিকা জমা দেয়া। গণগ্রন্থাগারের www.publiclibrary.gov.bd ওয়েব সাইটে আবেদন ফরম (অনলাইনে) পাওয়া যাবে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিকৃত তারিখের মধ্যে তালিকা অধিদপ্তরের নির্ধারিত ছক পূরণ করে বিজ্ঞপ্তির শর্তসাপেক্ষে প্রকাশক/লেখক/ পরিবেশক নমুনা কপি ( পাঠসামগ্রী) জমা দেয়া।

৫.৩) যদি কোন লেখক কিংবা লেখক কর্তৃক প্রকাশিত কোন পুস্তক সরকার কিংবা কোন সরকারি কর্তৃকক্ষ বা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বা কালো তালিকাভূক্ত হয়ে থাকে, সে বই প্রকাশক/লেখক বইয়ের তালিকা জমা দিতে পারবে না।

৫.৪) বিদেশী পুস্তকের তালিকা কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত হওয়ার পর টেন্ডার আহ্বান করা।

## ৬। পাঠসামগ্রী নির্বাচনঃ

৬.১) নির্বাচন কমিটি বলতে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৩ এ লিখিত বিধিমালাসমূহ অনুসরণ করবেন।

৬.২) সরকারি গণগ্রন্থাগার সমূহে পাঠসামগ্রী সংগ্রহের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত পুস্তক নির্বাচন কমিটি ক্রয়যোগ্য পাঠসামগ্রী নির্বাচন করবে।

৬.৩) ধর্ম, দর্শন,কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষা করে একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাঠসামগ্রী নির্বাচন করতে হবে।

৬.৪) স্থানীয় চাহিদা এবং ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয়তা বাছাই প্রক্রিয়াতে অগ্রাধিকার দিয়ে পাঠসামগ্রী নির্বাচন করতে হবে।

৬.৫ ) কর্তৃপক্ষের অন্যকোনরুপ নির্দেশনা না থাকিলে বিগত দুই বছরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তক ক্রয়ের জন্য বিবেচিত হবে।

৬.৬ ) গণগ্রন্থাগারগুলিতে সংগ্রহের জন্য পাঠসামগ্রীর সর্বশেষ সংস্করণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে । তবে পাঠ্য, রেফারেন্স ও গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের চাহিদা থাকা পুরানো এবং বিরল পাঠসামগ্রী নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হতে পারে।

৬.৭) রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও নীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বাধার সৃষ্টি করতে পারে এমন পাঠসামগ্রী বাছাই না করা ।

৬.৮) শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পাঠসামগ্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পাঠসামগ্রীর মান, পাঠকদের চাহিদা, ব্যয় এবং বাজেটের সীমাবদ্ধতা, সময়সূচি, কোন বিষয়ের তাৎপর্য ও গুরুত্ব, লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক এবং বিদ্যমান সংগ্রহের সাথে সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনা করতে হবে ।

৬.৯) দানে প্রাপ্ত পুস্তক / সৌজন্য কপিসমুহ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পাঠকদের জন্য ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করতে হবে ।

৬.১০) ই-পাঠসামগ্রী নির্বাচন করার জন্য বিবেচিত মানদন্ডগুলি নিম্নরুপ হবে:

ক) বিদ্যমান সরঞ্জামাদি এবং অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যতা;
খ) সহজে ব্যবহার্য;
গ) উন্নত অনুসন্ধান সুবিধা;
ঘ) ব্যয় এবং বাজেটের সীমাবদ্ধতা;
ঙ) কর্তৃত্ব ( Authority) ও নির্ভুলতা;
চ) গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্য;
ছ) নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং চলমান রক্ষণাবেক্ষণ এবং ডাটাবেজ হালনাগাদ রাখার জন্য কর্মীদের উপর প্রভাব;
জ) গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য চাহিদা;
ঝ) কর্মী ও অংশীদারদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা;
ঞ) দূরবর্তী স্থান থেকে ব্যবহারের সুবিধা এবং
ট) লাইসেন্সিং, ডিজিটাল রাইটস ম্যনেজমেন্ট এবং ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, ইত্যাদি।

## ৭। পাঠ সামগ্রী নির্বাচন কমিটি :

৭.১) পাঠসামগ্রী নির্বাচনের ও মূল্যায়নের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কতৃক একাট ''পাঠসামগ্রী নির্বাচন কমিটি'' গঠন করা।

বাছাই কমিটিতে অবশ্যই এমন কোনও ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না যার ক্রয় প্রক্রিয়াতে আর্থিক /ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা থাকে।

৭.২) মূল কমিটি কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুই বা ততোধিক উপকমিটি গঠন করতে হবে।

## ৮। কমিটির কার্যপরিধি :

৮.১) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে প্রাপ্ত পাঠসামগ্রীর তালিকা নীতিমালা অনুসরনে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করবে ।

৮.২) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজন মনে করলে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কমিটি পুনর্গঠন করতে পারবেন ।

## ৯। কমিটি পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নধৃত নিয়মাবলি অনুসরণ করবে :

৯.১) একজন প্রকাশক সর্বাধিক ২৫ (পঁচিশ)টি পুস্তকের তালিকা বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশনা/ শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক অনলাইনে জমা দিতে পারবেন । কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয়বোধে জমাকৃত পুস্তকের সংখ্যা কমবেশী করতে পারবেন।

৯.২) তালিকার সঙ্গে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, ইনকামট্যাক্স, ভ্যাট, সলভেন্সি সার্টিফিকেট, হালনাগাদ আয়কর প্রদানের প্রমানপত্রসমূহের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে ( লেখক ব্যক্তিগত ভাবে আবেদন করলে প্রয়োজন নেই )।

৯.৩) অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী স্ব স্ব ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান বরাবর কর্তৃপক্ষ কার্যাদেশ প্রদান করা।

৯.৪) পাঠসামগ্রী নির্বাচনের সময় মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিজ্ঞান, শিশুতোষ,ধর্মীয়, দর্শন, যুক্তি,সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ক পাঠসমাগ্রীকে প্রাধান্য দেয়া ।

৯.৫) কপিরাইট আইন অনুযায়ী পাইরেটেড পুস্তক, ফটোকপি পুস্তক এবং আইএসবিএন ব্যতীত কোনো পুস্তক নির্বাচন করা যাবে না।

৯.৬) ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তার লক্ষ্যে স্কুল,কলেজ,মাদ্রাসা,বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী পাঠ্য ও রেফারেন্স পাঠসামগ্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া ।

৯.৭) প্রতি বছরের পুস্তক তালিকায় একজন লেখকের অনধিক ৫টি পুস্তক এবং একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০টি পুস্তক নির্বাচন করা যাবে।

৯.৮) একজন লেখকের পুস্তকের মুদ্রিত মূল্যে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার পুস্তক নির্বাচন করা যাবে ( কমিটি পুস্তকের গুরুত্ব বিবেচনা করে কম/বেশী করতে পারবেন )।

৯.৯) শিশুদের পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এমন মহৎ ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী, সৃষ্টিশীল গল্প, স্বদেশপ্রেম, ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ জ্ঞান, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন করে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক পুস্তক নির্বাচন করা ।

৯.১০) ক্লাসিক লেখকের যে বইগুলোর মধ্যে একই বই বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, এমন ক্ষেত্রে যে পুস্তকের ব্যবহৃত কাগজ এবং মুদ্রণমান, বাঁধাই, প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসৌষ্ঠব সবদিক থেকে মানসম্পন্ন বিবেচিত হবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা প্রাধান্য দেয়া ।

৯.১১) পাঠসামগ্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিধান, এনসাইক্লোপিডিয়া, মানচিত্র, গ্লোব, অ্যাটলাস, ডিরেক্টরি, ম্যানুয়াল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনী, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র এবং কার্টুন ইত্যাদিসহ বিভিন্ন রেফারেন্স বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা।

৯.১২) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পাঠকদের জন্য ব্রেইল পুস্তক ও পাঠসামগ্রী সংগ্রহ করা ।

## ১০। পাঠসামগ্রী সংগ্রহ ও মূল্য পরিশোধ :

১০.১) পাঠসামগ্রী নির্বাচন কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনের পর গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর তাদের প্রয়োজনীয় পাঠসামগ্রী নির্ধারিত লেখক ও প্রকাশকদের নিকট থেকে আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালন করে দেশীয় পাঠসামগ্রীর ক্ষেত্রে ৩০% কমিশনে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা

১০.২) কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত বিদেশী পাঠসামগ্রীর জন্য উন্মুক্ত টেন্ডার আহ্বানের / ই-টেন্ডারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা ।

## ১১। পাঠসামগ্রী সরবরাহঃ

পাঠসামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের ৮৫% দেশি পুস্তক এবং ১৫% বিদেশি পুস্তক এর বিষয় ভিত্তিক বিভাজন নিম্নধৃত হলো :

১১.১) দেশি পুস্তক সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক বিভাজন :

| বিষয় ভিত্তিক পুস্তক | শতকরা হার |
|---|---|
| ক. পাঠ্য ও রেফারেন্স (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ) | ৩৫% |
| খ. সৃজনশীল সাহিত্য | ৩০% |
| গ. বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস | ১৫% |
| ঘ. শিশু কিশোর সাহিত্য | ১০% |
| ঙ. অভিধান ও অপরাপর বিষয়ক পুস্তক | ০৫% |

১১.২) বিদেশি পুস্তক সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক বিভাজন:

| বিষয় ভিত্তিক পুস্তক | শতকরা হার |
|---|---|
| ক. পাঠ্য ও গবেষণামূলক পুস্তক | ৪০% |
| খ. সাম্প্রতিক সৃজনশীল সাহিত্য | ৩০% |
| গ. সাম্প্রতিক মননশীল অপারাপর প্রবন্ধ/নিবন্ধ | ৩০% |

১১.৩ ) প্রয়োজনবোধে কমিটি পুস্তকক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লিখিত শতকরা (%) হার কম/বেশী করতে পারবেন।

## ১২। পাঠসামগ্রী বিতরণ :

১২.১) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর অধীন সকল গণগ্রন্থাগারসমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী সংগৃহীত পাঠসামগ্রী বিতরণ করবে ।

২৭. ৪. ২২

(মোঃ আবুবকর সিদ্দিক)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর